Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
UGC Approved, Journal No: 48666
Volume-VII, Issue-IV, April 2019, Page No. 91-95
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বাঙালি নির্যাতন ও তদজনিত কান্না : প্রসঙ্গ জীবন সরকারের ছোটগল্প

শিবনারায়ণ রাউত
গবেষক, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, রাজা রামমোহনপুর, দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

Jiban Sarkar, one of the leading writers of Bangali short stories behind independence. One of the attractions of his short story is the painful story of being oppressed, oppressed, due to being the only Bengali, despite the lives, livelihoods and permanent resident of the Bengalis living in Bengal, especially in North-East India, outside Bengal. Many stories have been written in Bengali literature about the terrible consequences of the Bengali people coming to West Bengal due to Partition. But due to Partition, Bengali writers of West Bengal wrote very few articles about the Bengalis coming from East Bengal who settled in northeast India.

Here is the story of Jiban Sarkar's short story; he has portrayed the lives of Bengalis in north-eastern India from West Bengal. The life story and life observance of these Bengalis have been brought out in the short story.

Keywords: Bengali Short Stories, Oppressed, Partition, Settled, Life observance.

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের অবসানে সবচেয়ে কলঙ্কিত এবং অভিশপ্ত ঘটনা ভারতবর্ষকে দ্বিখন্ডিত করা। আকাঙ্খাপূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে স্বপ্নের জীবন রচনায় উদ্বেল দেশের হাতে যখন স্বাধীনতা এলো, বাংলা তখন দ্বিখন্ডিত। ১৯৪৭-এর ভারত ভাগের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী জাতিও বিভাজিত হয় কেবলমাত্র ধর্মীয় কারণে।বাঙালীর জীবনে এই দেশভাগের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া বেদনাবহ ও সুদূর প্রসারী। স্বাধীনতা প্রাপ্তির মুহূর্তে জওহরলাল নেহেরু যখন বলেছিলেন, ঠিক মধ্যরাত্রির ঘন্টা যখন বাজবে, যখন সারা পৃথিবী নিদ্রামগ্ন, তখন ভারত জেগে উঠবে স্বাধীন জীবনের মর্যাদায়। কিন্তু সেই ঘুমের ভিতরে যে কতটা আতঙ্ক ছিল, তা বোঝা যায়, দেশটাকে ভাগ করার ফলে ছিন্নমূল মানুষগুলির আত্মকান্নায়। বাংলাকে ভাগ করে দেওয়ার ফলে পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর যে নারকীয় হত্যালীলা নেমে এসেছিল এবং কাতারে কাতারে মানুষ ওপার বাংলা থেকে ভিটেমাটি হারিয়ে সম্পূর্ণ অজানা, কোনোভাবেই না দেখা একটা দেশে উদ্বাস্তু হয়ে এসেছিল --- তার যন্ত্রনা একমাত্র ভুক্তভোগীরাই জানে।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি বাংলা ছোটগল্পের আঙিনায় আসা এবং পরবর্তী প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে নিরলস বাংলা সাহিত্য সাধনায় নিমগ্ন থাকা ছোটগল্পকার জীবন সরকার, যিনি নিজেও একজন ভাগ্যহত দেশভাগের অভিশাপে ছিন্নমূল বাঙালী, তাঁর অজস্র ছোটগল্পে দেশভাগের যন্ত্রণা, হাহাকার, উদ্বাস্তু সমস্যা এবং তার থেকেও বড়কথা স্বাধীনতা ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বাইরে যে সমস্ত বাঙালী আশ্রয় নিলেন তাদের কী পরিণতি হলো, তার ছবি

ছোটগল্পের পাতায় পাতায় লিখে গেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা প্রাসঙ্গিক সেই গল্প গুলি নিয়ে আলোচনা করবো।

দেশভাগের ফলে উত্তর-পূর্ব ভারতে বসবাস স্থাপন করা বাঙালীদের চরম হতাশা ভরা, কান্নার জীবনালেখ্য গল্প- 'কোষা"। এই গল্পে দেশভাগের শিকার বাবা চরিত্রটির বোবাকান্না পাঠকের হৃদয়ে ঝড় তোলে। দেশভাগ জনিত কারণে প্রায় উন্মাদ হয়ে যাওয়া বাবা চরিত্রটির মুখে সবসময় উচ্চারিত হয়—

'ঘাটে নাও বান্ধা আছে, উঠলেই অয়'।[১]

উত্তমপুরুষে কথিত গল্পের নায়কের ছোটবেলায় বাবার এই সাংকেতিক কথা বোধগম্য হত না। এখন বয়স যত বাড়ছে, ফেলে আসা দেশ সম্পর্কে বাবার মুখে উচ্চারিত হওয়া কথাটা তীব্রভাবে অনুধাবন করেছেন। গল্পের নায়কের বাড়ির কাছেই ব্রহ্মপুত্র নদী। নদীতে নৌকা দেখা যায়।তবে এ নৌকা ছেড়ে আসা দেশে যেরকম নৌকা ছিল, তারমত নয়। পূর্ব বাংলায় প্রত্যেকের ঘাটেই নৌকা ছিল। আসলে সে দেশ ছিল নদী- নালার দেশ। বছরের বেশীরভাগ সময় চারপাশে জল থাকত। নৌকা ছাড়া কোথাও যাবার কথা ভাবাই যেত না। দেশের প্রতি ভালোবাসা, ছেড়ে আসা মাটির প্রতি গভীর আত্মিকটান বশত গল্পে বারবার স্মৃতিচারণা এসেছে—

'বুইনের বাড়ি। গফর গাঁও থিকে ঘোড়ার গাড়ি। কাঁচারাস্তা। গাড়ি একবার ডাইন কাইত হয়, একবার বাম কাইত। নৌকায় নদী পার অইয়া গেলেই...।[২]

দেশভাগের জন্য এই পরিবারের নতুন আস্তানা হয়েছে বাংলার বাইরে আসামে। জীবন ও জীবিকার জন্য এই দেশে মুদিখানার দোকান দিয়েছেন ধুবরি শহরে। কিন্তু বাঙালী বলে সেখানকার ভূমিপুত্ররা খুব ঈর্ষাপরায়ণ। গল্পকারের ভাষায় -

'ওদের বলেছে, স্বাধীন অহম হলে ঘরে ঘরে চাকরী হবে। তার সঙ্গে একটার পর একটা রঙিন বেলুন উড়িয়ে দিচ্ছে। আমরা বোকার মতো সেই রঙিন বেলুন ধরতে চাইছি।কারণ অন্য রাজ্যের লোকেরা এখানে লুটেপুটে খাচ্ছে। ওদের হাতে ব্যবসা - বাণিজ্য- চাকরি, জমি-জিরেত সবকিছু।[৩]

ভূমিপুত্রদের এই জঘন্য ঈর্ষাকাতর মনোবৃত্তি প্রবাসী বাঙালী জাতির কাছে এক অভিশাপ। ভূমিপুত্ররা বোঝেনা, বাঙালী মাথার ঘাম পায়ে ফেলে স্ব- রোজগারে এই জায়গায় পৌঁছেছে। গল্পকার তাই বলেন--

'এইসব করতে গিয়ে নিজেরা যে পিছিয়ে পড়ছে, সেদিকে কোনো খেয়াল নেই।ওরা অলস, কোনো কাজ না করে ঘরে বসে বসে খাবে। লেখাপড়া শিখবে না।নিজেদের দিকে না তাকিয়ে কে কি করছে, শুধু সেই চিন্তা, অন্যের প্রতিহিংসা পোষণ।[৪]

যারা প্রবাসী বাঙালীদের বুকে প্রতিনিয়ত সন্ত্রাসের ভূমিকম্প তোলে তারা অস্ত্রের প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রায়শই হত্যালীলায় মেতে উঠে। রক্ত ঝরে, খুন হয় বাঙালী মানুষজন। এছাড়া শুধুমাত্র বাঙালী হবার জন্য বেনামে চিঠি আসে। চিঠি খুললেই পনবন্দী করার হুমকিসহ প্রচুর টাকার দাবী। বুকভরা এই বেদনার দিনে বাবা অনুশোচনা করেন, কেন এলেন হিন্দুস্তানে।এর থেকে ছেড়ে আসা দেশই ভালো ছিলো। ভালো লেখাপড়া শিখেও গল্পের নায়ক কে মুদি দোকানে কাজ করতে হয়। চাকরির বহু চেষ্টা করেছে। কিন্তু হয়নি।কারণ এখানে ভূমিপুত্র না হলে চাকরি পাওয়া মুশকিল। গল্পের নায়কের প্রশ্ন--, তার বাবা- মায়ের জন্ম না হয় এখানে নয়, কিন্তু তার জন্ম তো এখানে, এই মাটিতে। তাহলে সে কোন পাপের খেসারত দিচ্ছে? পূর্বপুরুষ অন্য মাটির সন্তান বলে? পূজা- পার্বণে কোনো আনন্দ নেই, সবসময়ই যেন কেমন একটা ভয়, কেমন একটা আতঙ্ক। এই ভয়- আতঙ্ক যেন প্রবাসী বাঙালীদের নিয়তি।

স্বাধীনতা পরবর্তী প্রবাসী বাঙালীদের নিয়ে লিখিত আর একটি গল্প— 'জাগরণ'। এই গল্পের পটভূমিও আসাম। সারা আসাম জুড়ে তখন বাঙালী খেদাও আন্দোলন চলছে। নানা জায়গায় বোমা বিস্ফোরণ। ফলে চারপাশে ভয়াবহ অবস্থা। সমস্ত বাঙালী ব্যবসায়ী আতঙ্কিত। কেবলমাত্র ব্যবসায়ী নন-- ডাক্তার, উকিল, শিক্ষকেরাও বাদ নেই। শুধুমাত্র বাঙালী হবার কারণে পণবন্দীর চিঠির হুমকি দিয়ে প্রচুর টাকা লুটে নিচ্ছে একদল ভূমিপুত্র। না দিলে তো উপায়ও নেই। ওদের হাতে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র। বিদেশী সব হাতিয়ার। 'জাগরণ' গল্পটিও উত্তম পুরুষে বিবৃত। দেশভাগের পর গল্প নায়কের বাবা ছিন্নমূল হয়ে আসামে বসবাস করেন।আর জীবন ধারণের জন্য একটি ঔষধের দোকান দেন। গল্পের নায়কের পাশের বাড়িতেই একঘর আসামীয়া প্রতিবেশী ছিল। অত্যন্ত গরিব এই পরিবারের একটি ছেলেকে গল্পকথকের বাবা বিনা পয়সায় পড়াতেন। বয়স বাড়লে এই ছেলেটি উগ্রপন্থী দলে নাম লেখায়। গল্পকথকের বাবার নামেও চিঠি এসে যায়। টাকা দিতে হবে।টাকার পরিমাণ টাও বিরাট। সেই টাকা দিতে গেলে বাড়ি- দোকান সব বিক্রি করে দিতে হবে। অথচ উগ্রপন্থীদের হুমকি, একমাসের মধ্যে টাকা না দিলে গুলি করে হত্যা করা হবে। টাকা দিতে রাজি হয়নি বাঙালী পরিবারটি-----

> *"টাকা থাকলেও দিমু না। মারবে----, মারুক। ব্রিটিশদের ভয় পাইনি। দাঙ্গার সময় ভয় পাইনি। দেশ ছাড়তে ভয় পাইনি। পরিবারের মুখ চেয়ে চলে আসতে হয়েছে। শেষ বয়সে ভয় পেয়ে টাকা দিবো? না কখনোই না !*
> *দেশভাগের পর ভাসতে ভাসতে এই দেশে আইছি।মুখের কথা পাল্টাইছি। সবকিছু পরিবর্তন হইছে। এই দ্যাশের জংলা পরিষ্কার কইর‍্যা শস্য শ্যামলা বানাইছি। এখন কিনা বলে, চইল্যা যাও।এখন কই যামু। কতবার দেশ ছাড়ুম। এটা কি আমাদের দ্যাশ নয়?"*[৫]

অথচ দেশ যখন ভাগ হয়েছিল তখন নেতারা বলেছিল, পশ্চিম কিংবা পূর্বপাকিস্থান থেকে যেসব হিন্দুরা আসবে তাদের ভারতবাসীরা সাদরে গ্রহণ করবে। মহাত্মা গান্ধীও বলেছিলেন, কল্পিতভাবে বা বাস্তবে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে যেসব হিন্দু পাকিস্তানে নিজের গৃহে থাকতে পারবেনা, তাদের--, ভারতবাসীর উচিত এইসব মানুষদের দু'হাত তুলে গ্রহণ করা এবং সকল প্রকার যুক্তি সঙ্গত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া।তাদের অনুভব করাতে হবে যে, তারা অপরিচিত দেশে আসেনি। কিন্তু রাষ্ট্র নায়কদের এই প্রতিশ্রুতির কোনো প্রতিফলন ঘটলো না।এই দেশটাও যে সংবিধানগতভাবে ভিটেমাটি ছেড়ে আসা বাঙালীদেরও এটা কে বোঝাবে সেই দস্যুদের। টাকা দিতে অস্বীকার করায় বেঘোরে প্রাণ হারাতে হলো গল্প নায়কের বাবা বৃদ্ধ মানুষটিকে। আশ্চর্য যে, গুলিটা চালিয়েছে, অন্য কেউ নয়-- প্রতিবেশী সেই ছেলেটা, যাকে এই বৃদ্ধ পড়শোনা চালানোর যাবতীয় খরচ চালিয়েছিলেন।

ভিনরাজ্যে বসবাসকারী বাঙালীদের নিয়ে লেখা আরেকটি গল্প- 'উৎখাত'। এই গল্পের পটভূমিও আসামে বাঙালী খেদাও পরিস্থিতি। ভূবন নামের চরিত্রটি ঘুমের মধ্যেও স্বপ্ন দেখে, এই বুঝি এলো ওরা, এই বুঝি সব ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দিলো—

> *"হাজার হাজার মানুষের চিৎকারে আকাশ বাতাস কেঁপে উঠলো। রাতের পাখিরা গাছ থেকে ছত্রখান হয়ে গেল চারপাশে। সারা ভিটায় শেয়াল ডাকলো। গম গম শব্দে বহুলোকের আর্তনাদে ঘুম ভেঙে গেলো ভুবনের। ধড়মড়িয়ে উঠলো - কীসের শব্দ। শাঁখ বাজলো, কাঁসার শব্দ।আবার শাঁখ বাজলো, কাঁসার ঘন্টার শব্দ কেঁপে কেঁপে অনেক দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। তবে কি দাঙ্গাবাজরা আসবে?"*[৬]

ভুবনের চোখের সামনে আগের ফেলে আসা দিনগুলির স্মৃতি ভেসে আসে- তখন ধ্বনি ছিল- "আল্লাহ আকবর।" গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছিল। বাড়ি থেকে পালিয়ে ট্রেনে দর্শনা হয়ে শিয়ালদহ এবং অবশেষে আসামে আশ্রয়। ধলেশ্বরী নদী থেকে ব্রহ্মপুত্র বহুদূর। তবুও বাঁচার তাগিদে চলে আসা।দূর সম্পর্কের এক কাকা আসামের চা বাগানে কাজ করতেন। সেই সুবাদে দেশ ছাড়ার মুহূর্তে সবার আগে আসামের কথাই মনে

এসেছিল। ভুবনের অভিমত, তখন কেউই আসতে চাইতো না আসামে।শ্বাপদ- সংকুল ভূমি এবং ম্যালেরিয়ার জন্য। বন জঙ্গলে ভরা এই রাজ্যে অফিস-কাছারি কিছুই ছিল না।পূর্ব বাংলার লোকেরা এসে এসব পাল্টে দিল। এই জমিতে বছরে দুই তিনবার ফসল ফলিয়ে জমিকে করে তুলল শস্য-শ্যামলা-সুজলা-সুফলা। আর এই জমিগুলি অসময়ীরাই বাঙালীদের কাছে বিক্রি করেছে উচিৎ টাকার বিনিময়ে। জমিও বিক্রি করেছে, টাকাটাও নানা ভাবে অপচয় করে এখন ভূমিপুত্র হবার ঔদ্ধত্য দেখিয়ে কিছু অসমীয়া চাইছে যাদের কাছে জমি বিক্রি করেছে, তাদের উচ্ছেদ করে দিতে। অথচ প্রথম প্রথম বাঙালীরা যখন এখানে এসেছিল তখন ভূমিপুত্রেরা ভালোভাবেই এদের স্বাগত জানিয়েছিল। কারণ, তারা মনে করত অসমীয়াদের সাথে বাঙালীরা থাকলে তাদের ভালোই হবে। বসতিহীন এলাকাগুলো মানুষ দিয়ে ভর্তি হলে বাঘ- ভাল্লুক, ভুত-প্রেত্নিদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। কিন্তু যতদিন যেতে লাগল বিরোধের ব্যাপ্তি ততই বাড়তে লাগল। সেই বিরোধের সুযোগে একদল উগ্র ভূমিপুত্র সন্ত্রাস আরম্ভ করে দিলো। ওদের উদ্দেশ্য বিদেশী তাড়াও এর অজুহাতে বাঙালী খেদাও আন্দোলন। সেই 'খেদাও' এর আতঙ্ক কতটা বিভৎস হতে পারে তার বর্ণনা লেখক দিয়েছেন গল্পে -

> *"ভুবন তার স্ত্রী বাসনার কথায় সংবিত ফিরে পেল। তাকিয়ে দেখল বউ - মেয়ে বিছানায় জুবুথুবু হয়ে বসে আছে। কুপির আলোটা দপ দপ করছে।মনে হয়, তেল নেই।বাতাসে নিভে যাবে এক্ষুনি।"*[৭]

এই অসভ্য বর্বর সন্ত্রাসবাদীরা ভুবনের স্ত্রীকে গনধর্ষণ করে।বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। এরকম অসংখ্য ভুবন দের অবস্থা চলছে আজ উত্তর-পূর্ব ভারতে।ওদের একটাই অপরাধ,ওরা বাঙালী। এই বাঙালীদের কান্নার কথাই জীবন সরকার তুলে ধরেছেন তাঁর ছোটগল্পে। তাঁর ছোটগল্পের অন্যতম আকর্ষণ বাংলার বাইরে বাঙালীদের বিশেষত উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে বসবাসকারী বাঙালীদের জীবন, জীবিকা এবং সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়েও শুধুমাত্র বাঙালী হবার কারণে বিভিন্নভাবে অত্যাচারীত, নিপীড়িত হবার বেদনাবহ কাহিনি। দেশভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গে আসা বাঙালীদের কি ভয়াবহ পরিণতি হয়েছে তা নিয়ে বাংলা সাহিত্যে অনেক গল্প লিখিত হয়েছে। কিন্ত দেশভাগের ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত বাঙালী যারা উত্তর-পূর্ব ভারতে এসে বসবাস স্থাপন করলেন তা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বাংলা সাহিত্যিকেরা খুব কম লেখা লিখেছেন। জীবন সরকারের ছোটগল্পের সাতন্তর্য এখানেই, তিনি পশ্চিমবঙ্গে থেকেও উত্তর-পূর্ব ভারতের বাঙালীদের জীবন চিত্রন করেছেন।ছোটগল্পে তুলে এনেছেন এই বাঙালীদের জীবন কাহিনি ও জীবন চর্যা।

তথ্য সূত্র :

১) সরকার জীবন: 'কোষা', জীবন সরকারের শ্রেষ্ঠ গল্প, একুশ শতক প্রকাশনি, ১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কোলকাতা- ৭০০০০৭, প্রথম প্রকাশ- জুলাই- ২০১১, পৃষ্ঠা -৩০
২) সমগ্রন্থ: পৃষ্ঠা- ৩২
৩) সমগ্রন্থ: পৃষ্ঠা- ৩২
৪) সরকার জীবন: 'কোষা', জীবন সরকারের শ্রেষ্ঠ গল্প, একুশ শতক প্রকাশনি, ১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কোলকাতা-৭০০০০৭, প্রথম প্রকাশ- জুলাই- ২০১১, পৃষ্ঠা- ৩৩
৫) সরকার জীবন: 'জাগরণ', জীবন সরকারের শ্রেষ্ঠ গল্প, একুশ শতক প্রকাশনি, ১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কোলকাতা-৭০০০০৭, প্রথম প্রকাশ- জুলাই- ২০১১, পৃষ্ঠা- ৬৭
৬) সরকার জীবন: 'উৎখাত', জীবন সরকারের শ্রেষ্ঠ গল্প, একুশ শতক প্রকাশনি, ১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কোলকাতা-৭০০০০৭, প্রথম প্রকাশ- জুলাই- ২০১১, পৃষ্ঠা -৪৫
৭) সমগ্রন্থ : পৃষ্ঠা-৪৬

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

১) গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ : 'সাহিত্যে ছোটগল্প', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কোলকাতা- ৭০০০৭৩, প্রথম মিত্র ও ঘোষ সংস্করণ- শ্রাবণ- ১৪০৫ বঙ্গাব্দ।

২) ঘোষ সেমন্তী (সম্পাদনা) : 'দেশভাগ- স্মৃতি আর স্তব্ধতা', গাঙচিল, মাটির বাড়ি, ওঙ্কার পার্ক, ঘোলাবাজার, কোলকাতা-৭০০১১১, প্রথম প্রকাশ - ১ মার্চ- ২০০৮

৩) বর্মন প্রসূন (সংকলক ও সম্পাদনা) : 'দেশভাগ-দেশত্যাগ প্রসঙ্গ উত্তর-পূর্ব ভারত', ভিকি পাবলিশার্স, সরস্বতী এপার্টমেন্ট, ভাঙাগড়, গুয়াহাটি, প্রথম প্রকাশ- বৈশাখ -১৪২০ বঙ্গাব্দ।